* ব্রাক একটি চুক্তিতে ৩৪,০০০ ডলার আয় করেছে
* এনএসিডি করেছে ৪ মিলিয়ন স্ট্রোকের কাজ

কামাল আরসালান

সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি এখন বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের তালিকায়

৯৩-৯৪ অর্থ বছরে দেশের সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি শিল্পের জন্য একটা গৌরবজনক বছর। এ বছরে বাংলাদেশ সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি সার্ভিস রপ্তানী করে দেড় লক্ষ ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করায় দেশের রপ্তানী পণ্যের তালিকায় এবারই প্রথম সফটওয়্যারকে অন্তর্ভূক্ত করা হল। দেশের তিনটি খ্যাতনামা কমপিউটার প্রতিষ্ঠান– অনির্বাণ, মেশিন ডায়ালগ ও আইবিসিএস প্রাইমেক্স থেকে উপরোক্ত পরিমাণ সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি সার্ভিস রপ্তানী করা হয়েছে।

উল্লেখিত সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও বেশ কিছু দিন ধরে দেশের আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছোট ও মাঝারী আকারের সফটওয়্যার, ডাটা এন্ট্রি ও ডিটিপি সার্ভিস বিদেশে সরবরাহ করা হচ্ছে; কিন্তু সরকারী মাধ্যমকে বিশেষ করে এক্সপোর্ট প্রোমোশন ব্যুরোকে জানানো হচ্ছে না। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো যদি সরকারী মাধ্যমগুলো এড়িয়ে না গিয়ে প্রকৃত তথ্য জানিয়ে দেশের অন্যান্য রপ্তানীমুখী প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো প্রদত্ত সুবিধা আদায় করে নিয়ে তাদের কর্মকান্ড চালায় তবে তারা অধিক লাভবান হবে এবং দেশের রপ্তানীমুখী শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব হবে।

৯৪-৯৫ অর্থ বছরে সফওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি সার্ভিস রপ্তানীর পরিমাণ বিগত বছরের চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। '৯৪-এর ডিসেম্বরে ব্রাক কমপিউটার সেন্টার প্রায় ৩৪ হাজার ডলারের সফটওয়্যার যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করেছে।

দেশের প্রথম বড় আকারে এবং ১০০% রপ্তানীমুখী ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং ও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান এনএসিডি স্থানীয় প্রকাসনিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে মে মাসের মাঝামাঝিতে প্রথম পর্যায়ে কাজ পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু করবে। বর্তমানে প্রায় ৮০০ অপারেটর ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। ছোট ছোট কাজ ইতিমধ্যে করা হচ্ছে। সম্প্রতি ৪ মিলিয়ন স্ট্রোকের একটা কাজ করা হয়েছে। দেশের কমপিউটার সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্রুত অগ্রগতি সত্যিই অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। আশা করা যায় পরবর্তী ৯৫-৯৬ তে দেশের সফটওয়্যার রপ্তানী একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

দেশের অন্যতম কমপিউটার প্রতিষ্ঠান 'ব্রাক কমপিউটার সেন্টার' সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের একটি খ্যাতনামা কনসালটিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত ৩৪ হাজার ডলারের চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাফল্যজনকভাবে ক্রেডিট মনিটরিং সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার সরবরাহ করে উক্ত সেন্টার এবং সেই সঙ্গে দেশের সফটওয়্যার ডেভেলপারদের যোগ্যতা যে আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য হয়েছে তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ঐ প্রতিষ্ঠান ব্রাক কমপিউটার সেন্টারের ডেভেলপ করা সফটওয়্যারটি পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে ব্যবহার করবে। ওটা ডেভেলপ করতে তিন মাস সময় লাগে এবং ১২ ম্যান মান্থের প্রয়োজন পড়ে।

ব্রাক কমপিউটার সেন্টারের ইডিপি কনসালট্যান্ট কে, কে, দত্তের সার্বিক তত্ত্বধানে সেন্টারের নিজস্ব প্রোগ্রামাররাই প্রজেক্টের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেন। মিঃ দত্ত দেশের একজন প্রবীন সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ। কর্ম জীবনের শুরুতে করাচীর সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসে (তদানিন্তন সমগ্র পাকিস্তানের প্রথম কমপিউটার প্রতিষ্ঠান) নিযুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতার পর ঢাকায় ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিক্সে যোগদান করেন। ৮৩-৮৪ সালে সিস্টেম কনসালট্যান্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন আইসিডিডিআরবিতে। ৮৪ এর ডিসেম্বরে ইডিপি কনসালট্যান্ট হিসাবে মাত্র ১জন অপারেটর নিয়ে ব্রাক কমপিউটারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এই দায়িত্বশীল কর্মজীবনে করাচীর আইবিএম থেকে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ট্রেনিং নিয়েছেন। কমপিউটারাইজড ডাটা সিস্টেম এর উপরে ডিপ্লোমা এবং যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস করেছেন। ফাও এর বিশেষজ্ঞ হিসেবে জিম্বাবুয়ের সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরোতে ২ বছর কর্মরত ছিলেন। সেন্টারের ইডিপি ম্যানেজার নাজমুল হুদা চৌধুরী ও একজন অভিজ্ঞ কমপিউটার কুশলী। উনি অপারেশনাল রিসার্চে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামের এ্যাসটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস করেছেন। আলোচ্য সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে তারও যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

৫টি টারমিনালযুক্ত একটা মালটিইউজার সিস্টেম স্থাপন করে ১৯৮৪ সালে এই সেন্টারের কাজ শুরু হয়। এরপরের বছরগুলোতে সেন্টারের এক্সটি, এটি পিসি সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্তিশালী মিনি কমপিউটার সিস্টেমও বসানো হয়েছে। বর্তমানে ৩৮৬ ও ৪৮৬ মডেলের পিসিও সেন্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে। মিনি কমপিউটার NCR TOWER 32/650 সঙ্গে ২৪ টা টারমিনাল কাজ করছে। পিসির মধ্যে ৪৮৬ মডেলের সংখ্যাই বেশী (১০টা)। সেন্টারে ডিটিপির কাজও করা হয়। একাজে ৫টা ম্যাক ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইডিপি কনসালট্যান্ট ও ম্যানেজারের তত্ত্বধানে সেন্টারে ১২ জন প্রোগ্রামার এবং ডাটা এন্ট্রি, ডাটা ম্যানেজমেন্ট কোডিং ও আনুষাঙ্গিক কাজে ৪০ জন কুশলী কর্মরত আছেন। এছাড়াও চুক্তি ভিত্তিতে ২৫ জন কোডার ও ৪০ জন অপারেটর এই সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

দুটো লক্ষ্য সামনে রেখে ব্রাক কমপিউটার সেন্টার কাজ শুরু করে। প্রথমত ব্রাকের (দেশের বৃহত্তম এনজিও) বিভিন্ন প্রজেক্টের পরিচালনা ও সমন্বয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য কমপিউটার ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার তৈরি করা। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে ডাটা এন্ট্রি ও প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার সরবরাহ করে ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়নমুখক কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করা। সেন্টারের কুশলীরা উদ্যোক্তাদের দুটো উদ্দেশ্যই পুরা করতে সক্ষম হয়েছেন।

ব্র্যাকের রুরাল ক্রেডিট স্কিমের ৮ লক্ষ ঋন আদায়ের ডাটা এন্ট্রি ও আপডেটিংয়ের কাজ প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। ব্র্যাক বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে ২৮,২৭৪ স্কুল পরিচালনা করছে। এই স্কুলগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বন্টন, ছাত্রদের যাবতীয় তথ্য, শিক্ষকদের বেতন এবং আনুষঙ্গিক কাজ কমপিউটারায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আগামী তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

১৯৮৯-৯১ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংকের ডাটা এন্ট্রির কাজ করা হয়েছে। বিখ্যাত সিমেন্স কোম্পানীর জন্য পারসোনেল ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপ করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে রেলওয়েকে ট্রেন মুভমেন্ট, ফুয়েল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার এই সেন্টারের প্রোগ্রামাররা করে দিয়েছেন। সেন্টারে বর্তমানে এভাবের জন্য একটা ডাটাবেস তৈরি করা এবং এর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে।

ব্রাক কমপিউটার সেন্টারের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উন্নতমানের ডিটিপি ও কমপিউটার কোর্স প্রদানের সুব্যবস্থা। ওয়ার্ডপারফেক্ট, লোটাস ও ডিবেসের কোর্সের সাথে বর্তমানে কোন আন্তর্জাতিক স্বীকৃত বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সাফল্যের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানটার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করতে সক্ষম হওয়ার ফলে বর্তমানে ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে আরও বড় আকারে কাজ পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের আরও কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথউদ্যোগে কাজ করার চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকায় সেন্টারটি আশা করছে গত বছরের তুলনায় এবার তাদের কাজ অন্তত ৪ গুণ বৃদ্ধি পাবে। কাজ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আরও কমপিউটার কুশলীদের প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। সেজন্য ট্রেনিংয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অল্প দিনের মধ্যে এই সেন্টারে ক্যাড কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ব্র্যাক কমপিউটার সেন্টার যদি এ বছরও সফটওয়্যার ডেভেলপের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারে তবে আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে আরও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে। সেই সঙ্গে দেশের তরুণ বা কমপিউটার কুশলীদেরও অধিক হারে কর্মসংস্থান হবে।